ভূমিকা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথমবর্ষে সেমিনার পেপার তৈরী করেছিলাম জগদীশগুপ্তের ছোটগল্প বিষয়ে। 'জীবনের অন্ধকার দিক : গল্পকার জগদীশ গুপ্ত'। আমার সেই প্রবন্ধের ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন তৎকালীন বিভাগের প্রিয় অধ্যাপক তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার। সেই থেকে আমার চেতনার ভূমিতে বীজ বপণ। তারপর যথারীতি দ্বিতীয় বর্ষে স্পেশাল পেপার হিসেবে 'উপন্যাস ও ছোটগল্প' নির্বাচন করি। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে নিরন্তর অনুসন্ধান চলতে থাকে। তবে প্রায় অনালোচিত অনুপস্থিত লেখকের বইপত্র পাওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। দীর্ঘ সময় কেটেছে বইপত্র সংগ্রহ করতে। শেষ বইটা সংগ্রহ করেছি বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে আমার এক পরম আত্মীয়ের মাধ্যমে। 'জগদীশ গুপ্ত'; আবুল আহসান চৌধুরী রচিত ছোট আকারের বইটি জগদীশ গুপ্ত বিষয়ে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। অনিয়মিতভাবে জগদীশ গুপ্ত নিয়ে ভাবনা ধারা বইতে থাকে। যত পড়ছি, তত অবাক হচ্ছি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, কিংবা শরৎচন্দ্র থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কারও সঙ্গেই মেলে না। এক অদ্ভুত জীবন শিল্পী! উপন্যাসগুলো পড়ার পর থমকে যেতে হয় মানুষের অন্তর্গত স্বরূপ প্রত্যক্ষ ক'রে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অশ্রুবাবু তাঁর 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে তিনি লেখকের রচনাকে বলেছেন 'মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর'। সত্যিই কি তাই! বারবার নিজের কাছেই প্রশ্ন করেছি।

বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা, সে অসফল ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে দেশের নানাস্থানের আদালতের টাইপিস্ট হিসেবে কত রকমের মানুষ যে লেখকের চোখে পড়েছিল। সেই মানুষদের আচরণের আড়ালে যে মানুষ বাস করে তাদেরই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) থেকে 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) উপন্যাসে। শুধু বিষয়গত স্বাতন্ত্র্যে নয়, আঙ্গিকগত দিক থেকে পূর্বসূরীদের সঙ্গে কোনরকম মিল নেই। এমনকী তাঁর 'লঘুগুরু' উপন্যাসটির সমালোচনা নিয়েও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে প্রতি-উত্তরে অকপটে জানিয়ে দিয়েছিলেন সমালোচক আসামীকে

ছেড়ে আসামীর পিতাকে আক্রমণ করেছেন। এমন দৃঢ়চেতা, এমন অনমনীয় একজন জীবন শিল্পী।

ঘরেতে অন্নাভাব। প্রকাশককে লেখা দিয়ে অর্থ অগ্রিম নিয়েছেন। তারপর প্রকাশক প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন গল্পটা একটু যদি 'রসঘন' করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখা ফেরৎ চেয়ে পাঠিয়েছেন। অন্যত্র ধার ক'রে সেই অগ্রিম টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তবু কাহিনীকে রদবদল করতে চান নি। তাঁর কোনো রচনারই প্রায় পুনরায় সংস্করণের কোনো তথ্য নেই। এমন আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষ চিরটাকাল অন্তরালেই থেকে গেছেন। জন কোলাহলের মাঝে এসে 'সাফল্যের সার্টিফিকেট' প্রত্যাশা করেননি।

গবেষক হিসেবে আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি এমন স্রষ্টাকেই নির্বাচন করেছে। এবং বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় তিনি তাঁর কালকে অতিক্রম করে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক সেই প্রায় অনালোচিত অধ্যায় আমার আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বোধহয় আর মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর বা পলায়নবাদী থাকেননি। আজকের যন্ত্রণা জটিল সময়ে তাঁর সৃষ্টিগুলির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা।